দৈনিক ইনকিলাব 46

তারিখ .. 06 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় সংসদে চারটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেছেন, দেশের মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য ঢাকায় একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। মন্ত্রী গতকাল সংসদে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর আলোচনার উত্তরে এ আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গতকাল জাতীয় সংসদে চারটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ এসব সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বক্তব্যের উত্তর দেন।

চারটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথমে যে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হয়, তা ছিল সিপিবি'র জনাব মোহাম্মদ মোজাহার হুসেনের "বর্তমান অর্থ বছরে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে করতোয়া নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ" সংক্রান্ত। জনাব মোজাহার হুসেন তার এ সিদ্ধান্ত

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রস্তাবটি উত্থাপন করে যোগাযোগমন্ত্রীর কাছে জানতে চান এটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু ও শেষ হতে কত দিন লাগবে।

তার এ বক্তব্যের উত্তরে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান পটল বলেন, এ সেতুটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞ সদস্যের এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত। বিজ্ঞ সদস্য তার বক্তব্যে সেতুটি নির্মাণের ব্যাপারে কোন সরকারী আশ্বাস চাননি। তিনি শুধু জানতে চেয়েছেন, এ সেতুর কাজ কবে শুরু হবে। জনাব পটল বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দুই বছর হল দেশ পরিচালনা করছে। এটা মনে রাখতে হবে যে, নয় বছরের ব্যর্থতার ওপর আমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এখনো কোন যুগান্তকারী কাজের সিদ্ধান্ত নেইনি। তবে, কিছু কিছু কাজ আমরা শুরু করেছি। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর সড়ক বিভাগের হাতে ছিল মাত্র ৫০ কোটি টাকা। আর এ বিভাগের কাছে ঠিকাদারদের পাওনার টাকার পরিমাণ ছিল ১২৭ কোটি টাকা। তিনি বলেন, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও সড়ক বিভাগ এখন সীমিত সম্পদের মধ্যেই কাজ করছে। চলতি বছর এ বিভাগ ১৩০ কোটি টাকার কাজ করছে। তিনি বলেন, বিজ্ঞ সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিবো। পরে, জনাব মোজাহার হুসেন মন্ত্রীর এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন।

প্রসঙ্গ ঃ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল "মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য ঢাকায় একটি মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" সংক্রান্ত। এ প্রস্তাবটি ছিল জামায়াতের মাওলানা আবদুস সোবহানের। তিনি গতকাল সংসদের বৈঠকে উপস্থিত না থাকায় তার পক্ষে এ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য রাখেন জামায়াতের মাওলানা মুফতী আবদুস সাত্তার। জনাব সাত্তার বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বৃটিশ আমল থেকেই অবহেলিত। দেশে এখন ৬ হাজার ৬৫টি দাখিল, আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসা এবং ১৬ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। তিনি বলেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্কুল ও কলেজের সমান পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেল প্রবর্তন করেন। কিন্তু, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে যেতে পারেননি। মাওলানা সাত্তার বলেন, বিনা প্রশিক্ষণে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রয়োজনে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ছুটে যাব। এরপর এ প্রস্তাবটির ওপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে জামায়াতের মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন ও জনাব রিয়াছত আলী বক্তব্য রাখেন।

তারা বলেন, বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তাই এখানে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। তারা দেশের চারটি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য চারটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দাবীও জানান।

তাদের বক্তব্যের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, জনাব সোবহান একজন আলেম ব্যক্তি। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে তার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে এবং এ আগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষারও কম প্রসার ঘটেনি। আমি এবং আমাদের সরকার মনে করে যে, মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন রয়েছে। এ কেন্দ্র স্থাপিত হলে আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষার শিক্ষিত লোকের অভাব হবে না। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমরা অনেক সময় উচ্চ শিক্ষার জন্যে বহু বৃত্তি পাই। কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লোকজনের অভাব দেখা যায়। তিনি বলেন, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কিংবা ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। পরে অবশ্য তিনি বলেন যে, এ আশ্বাস তার একার পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তাকে এ প্রস্তাব কার্যকরী করতে হবে।

প্রসঙ্গ মহিলাদের পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়

দিবসের তৃতীয় সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জামায়াতের হাফেজা আসমা খাতুন। তিনি বলেন, আমি আগেও মহিলাদের জন্যে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ও পৃথক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবী জানিয়েছি। তিনি বলেন, দেশের প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী, তাই এ প্রস্তাবটি বিবেচনার দাবী রাখে। তার এ প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের মাওলানা আবদুস সাত্তার, মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন, জনাব রিয়াছত আলী প্রমুখ। তারা বলেন, নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদার জন্যেই এ প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা উচিত। তাদের বক্তব্যের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজটিকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা যায় কি-না এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল সকাল ও সন্ধ্যা দু'বেলাই সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ও ডেপুটি স্পীকার জনাব হুমায়ুন খান পন্নী পর্যায়ক্রমে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সকালের বৈঠকে উপরোক্ত তিনটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় আইন প্রণয়ন কার্যাবলী শেষে স্পীকার দিবসের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত আরো দু'টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেন। শেষ পর্যন্ত একটি নিয়ে আলোচনা হয়। এ প্রস্তাবটি হচ্ছে জামায়াতের এডভোকেট শেখ আনসার আলীর 'কৃষকদের বিনা সুদে কৃষি ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ' সংক্রান্ত। জামায়াতের অপর সদস্য তার প্রস্তাবের বক্তব্যের উত্তর দেন অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান। পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল কক্সবাজার থেকে নির্বাচিত জামায়াতের সংসদ সদস্য জনাব এনামুল হকের। তার প্রস্তাবটি হচ্ছে, "দেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু" সংক্রান্ত। এ প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হয়নি। গতকাল ছিল বেসরকারী সদস্য দিবস। ফলে বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলীই এ দিবসের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, দিবসের প্রথম বৈঠক বেসরকারী এবং সন্ধ্যার বৈঠক কার্যসূচীর জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। সকালের বৈঠকে অর্থমন্ত্রী কিংবা অর্থ প্রতিমন্ত্রী দু'জনের কেউই বৈঠকে উপস্থিত না থাকায় বিরোধী দল জামায়াতের দু'টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হতে পারেনি। সন্ধ্যায় অবশ্য অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান বৈঠকে আসেন।